



98647 - যবে ব্যক্তরি ডিউটি টাইম ফজর পরযন্ত বলিম্বতি সে কি যোহর-আসর একত্রে আদায় করতে পারবে?

প্রশ্ন

আমি সৌদি আরামকো কোম্পানিতে চাকুরী করি। আমি শিফটিং সিস্টেমে কাজ করি; হারাদ এলাকায়। সাতদিনের জন্য আমার প্রাত্যহিক ডিউটি টাইম সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত। এতে করে যোহর ও আসরের নামায জামাতের সাথে আদায় করতে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার জন্যে কি যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা জায়যে হবে? উল্লেখ্য, আমি জেদ্দা শহরে থাকি। শুধু চাকুরীর জন্য হারাদে যাই; এরপর সপ্তাহ শেষে জেদ্দাতে ফিরি আসি। আমি সময়মত নামাযের জন্য জাগার আপ্রাণ চেষ্টা করি। কিন্তু অনেকে সময় আমার জামাতের সাথে নামায পড়া ছুটে যায়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

চাকুরীজীবীসহ অন্য সবার উপরে ওয়াক্তমত নামায আদায় করা ওয়াজবি (আবশ্যকীয়)। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নির্ধারণিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমনিদের উপর ফরয।” [সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩] এবং আল্লাহ তাআলা এই মর্মে মুমনিদের প্রশংসা করছেন যে, তাদের কাজকর্ম তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে ব্যতবিষস্ত করে রাখতে না। তিনি বলেন: “এমন লোকরো, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে, নামায কায়মে করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে দূরে না রাখতে। তারা ভয় করে সেই দিনটিকে যে দিন অন্তর ও দৃষ্টসিমূহ ওলটপালট (বিপর্যন্ত) হয়ে যাবে। যাতলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের সেরা প্রতিদিন দনে এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরো বেশী দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বনি হসিবে জীবিকা দান করেন।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩৭-৩৮]

তাই আপনার উপর ওয়াজবি হলো নামাযের ওয়াক্তে ঘুম থেকে জাগার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া এবং জাগার জন্য উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা। যদি এমনটি ঘটে যায় যে, কোন কোন বার আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন এবং আপনার জামাতে নামায ছুটে গেছে; যদিও আপনি জাগতে সচেষ্ট ছিলেন এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন; সক্ষেত্রে আপনার কোন গুনাহ হবে না।

দুই:



যে ব্যক্তি কোন স্থানে সফর করে সেখানে চারদিনের বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করেছে; তার ক্ষেত্রে মুকীমের হুকুম প্রযোজ্য। নামাযগুলো পূর্ণ সংখ্যায় আদায় করা তার উপর আবশ্যিক। তার ক্ষেত্রে সফররে কারণে দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রিত করা জায়যে হবে না। কিন্তু দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করার বধিানটি কেবেল সফররে জন্য খাস নয়। বরং অসুস্থ, বৃষ্টি ও কষ্ট ইত্যাদি ওজররে কারণেও সটে জায়যে।

ইতপূর্ববে 38079 নং প্রশ্নোত্তরে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়ছে।

অতএব, যদি আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, আপনি যোহররে নামাযরে জন্য জাগতে পারবনে না এবং সটে আপনার জন্য কষ্টকর হবে; সক্ষেত্রে আপনি যোহররে নামাযকে বলিম্বে আসররে সাথে একত্রিত করলে ইনশাআল্লাহ কোন গুনাহ হবে না। তবে সটে কেবেল কষ্টকর অবস্থায় হতে হবে এবং রগুলার কোন বিষয় হতে পারবে না; চাই কষ্টকর হোক বা না-হোক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।